এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-১০: দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

প্রশ্ন ▶১ বিশ্বের ইতিহাসে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক কারণে তারা সংগ্রামরত। ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রম সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা আত্মবিসর্জন দিয়েও দেশ মাতৃভূমিকে হারাতে চায় না।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.-'১৮। প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বচ্ছতা কী? ১

খ. অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে দুটি সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে জাতীয়তার কোন উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য? তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কাজ অনিয়ম পরিহার করে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিকারের কথা উচ্চারণের সাথে সাথে কর্তব্যের বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

অধিকার ও কর্তব্যের অনেকগুলো সম্পর্কের মধ্যে দু'টি হলো ১. এরা একে অপরের পরিপূরক ২. উভয়েই সমাজজীবনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত। নাগরিকের অধিকার উপভোগের জন্য রাষ্ট্র সব ধরনের নিশ্চয়তা বিধান করে। তেমনি রাষ্ট্রও নাগরিকের কাছ থেকে কিছু কর্তব্যপালন আশা করে। অর্থাৎ, নাগরিকের যা অধিকার রাষ্ট্রের তা কর্তব্য, রাষ্ট্রের যা অধিকার নাগরিকের কাছে তা কর্তব্য। আবার, অধিকার ও কর্তব্য উভয়ে সমাজজীবনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত। অধিকার পূরণ হলে তা সমাজজীবনকে সহজ করে। আর কর্তব্যপালন সমাজজীবনকে করে উন্নত।

গ উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে বিদ্যমান জাতীয়তার ধারণা ফুটে উঠেছে।

জাতীয়তা হলো অভিন্ন ভাষা, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে। এটি একটি ভাবগত বা বিমূর্ত ধারণা। জাতীয়তার বোধ একটি জনসমষ্টির মধ্যে গভীর একাত্মতাবোধ জাগ্রত করে। জাতীয়তার আদর্শ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত ও শোষিত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। সহায়তা করেছে জাতিরাষ্ট্র গঠনে। জাতীয়তার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতির কল্যাণে নিবেদিত হতে প্রণোদনা যুগিয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। অভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক বন্ধনের কারণে তারা একাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামরত। ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রমের মধ্যে তারা আত্মবিসর্জন দিয়ে হলেও মাতৃভূমিকে ধরে রাখতে চায়। তাই বলা যায়, ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে জাতীয়তার ধারণাই ফুটে উঠেছে।

ঘ আমার মতে উদ্দীপকের ফিলিস্তিনিদের ঐক্যের ক্ষেত্রে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য। তবে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসগত ঐক্যও রয়েছে।

জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতে হয়। এছাড়া ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ঐতিহাসিক ঐক্যও জাতীয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফিলিস্তিনিরা নিজ আবাসভূমি রক্ষা করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য লড়াই করছে। তারা অভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেকড়, ভাষা-সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক বন্ধনের টানে সংগ্রামরত। তারা ইসরাইলীদের বর্বর হামলা এবং নির্যাতনের মুখে আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আবাসভূমিকে হারাতে রাজি নয়। অর্থাৎ, এখানে ভৌগোলিক ঐক্যই দৃশ্যত মুখ্য হয়ে উঠেছে। অভিন্ন ভূখণ্ডগত ঐক্য ফিলিস্তিনিদের মধ্যে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করেছে। পুরুষানুক্রমে একই ভূখণ্ডে অবস্থান তাদের মধ্যে অভিন্ন জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছে। বহুদিন পাশাপাশি অবস্থানের কারণে তারা ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ঐক্যই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে তাদের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টিতে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসগত ঐক্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶২ ২৬ মার্চ, ২০১৪ ছিল বাংলাদেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস। আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এদিন বেলা ১১ টায় ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে সমবেত হয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছেন। চট্টগ্রামের খেলাঘরের শিশুদের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইলেন বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কলেজ পড়ুয়া রাজু। রাজু জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে সবার সঙ্গে রাজুও গাইল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি....। 'রাজুর গাওয়াটা সে ছাড়া আর কেউ শুনলো না, তাতেই সে মহাখুশি'। রাজু আমাদের নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা। তাদের হাতেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কাকে বলে? ১

খ. পৌরনীতি ও সুশাসন একই সূত্রে গাঁথা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজুর জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

খ পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। আর সুশাসন নাগরিকের উত্তম জীবন নিশ্চিতকরণের একটি উপায়।

নাগরিক হিসেবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। এর উদ্দেশ্য হলো নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আর সুশাসন নাগরিকের কল্যাণমুখী জীবন নিশ্চিত করে উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ উভয়ের উদ্দেশ্য নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সুসংহত করা। তাই পৌরনীতি ও সুশাসন একই সূত্রে গাঁথা।

গ বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজুর জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

দেশের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, অপরিমেয় টান, ভালোবাসার অনুভূতি হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নিজ জন্মভূমির প্রতি মানুষের আবেগপূর্ণ

Teachingbd24.com

আনুগত্যের প্রকাশ। অন্যদিকে, জাতীয়তাবোধ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি, যা ঐক্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদেরকে অন্য জনসমাজ থেকে আলাদা ভাবার অনুপ্রেরণা দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজুর কর্মকাণ্ডে এ দুটি দিকেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

রাজু বাক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংগীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে। দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই সে আপনমনে সবার সাথে সংগীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে। রাজুর এ অনুভূতি, আবেগ এবং ঐক্যবোধের চেতনা বর্তমান প্রজন্মকে স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করবে। তারা ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে। দেশের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। তারা নিজ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির লালন করবে এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। দেশের গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে। সর্বোপরি তারা দেশের প্রয়োজনে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মানসিক শক্তি লাভ করবে। সুতরাং বলা যায়, রাজুর অনুভূতি তরুণ প্রজন্মকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে উন্নত ও আদর্শ জাতি গঠনে প্রেরণা দেবে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষেরা ঐক্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে সংগীত পরিবেশন করায় তাদের মধ্যে জাতীয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

জাতীয়তা হচ্ছে এমন এক ধরনের অনুভূতি যা কোনো নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে জন্মসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ যারা একই বংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, আদর্শ. আচার-রীতিনীতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের ঐক্যবোধের চেতনাকে জাতীয়তা বলা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত সমবেত মানুষের মধ্যে এই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ সমবেত হয়ে ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে ২০১৪ সালের ২৬ মার্চ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে। এসব মানুষের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব এক। তারা সবাই একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস করে। তাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা সবাই বাংলাদেশি এবং সবাই সমবেতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার বিশেষ কিছু উপাদান রয়েছে, যা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বংশগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐক্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য, ভাবগত ঐক্য প্রভৃতি। উদ্দীপকে বর্ণিত মানুষের মধ্যে এসব উপাদানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমবেতভাবে সংগীত পরিবেশন জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶৩ ভারতবর্ষে এমন এক জনগোষ্ঠী ছিল, যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনায় সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আধুনিক রাজনীতির প্রধান শক্তি কী? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে।' উক্তিটি কীসের পরিচয় বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক রাজনীতির প্রধান শক্তি হলো রাজনৈতিক দল।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। কোনো জনসমষ্টির সকল মানুষের ভাষা যদি একই হয় এবং তাদের সাহিত্যও যদি এক হয় তাহলে স্বভাবতই তারা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একই জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতিগত এ ঐক্য জনসমষ্টিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনারও সাদৃশ্য ছিল।

ফলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে মূলত জাতীয়তার আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্য উপাদানটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ একটি জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে- উদ্দীপকের এ উক্তিটি জাতীয়তার পরিচয় বহন করে।

জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা, চেতনা, মনন ও চিন্তার এক অবস্থা যা কোনো জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে। অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা বা মানসিক ঐক্যানুভূতি। যখন কোনো জনসমষ্টি একই ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যেমন: ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির মিল থাকার কারণে নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদেরকে এক করে ভাবে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আচার-আচরণগত ও রাজনৈতিক চেতনায় সাদৃশ্য রয়েছে। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জাতি গোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে।

যখন কোনো জনসমষ্টি নিজেদেরকে ঐক্যের বন্ধনে এক করে বেঁধে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবে, তখনই বুঝতে হবে ঐ জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জাতীয়তা হলো ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, প্রথা এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে অন্য একটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে ওঠে। আর এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের উক্তিটির মধ্যে জাতীয়তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶৪ ১৯৫২ সালে শহীদ সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ অনেকে ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। এই চেতনাতেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩]

https://teachingbd24.com

ক. 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির লেখক কে? ১
খ. জনমত বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৩
ঘ. জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির লেখক জ্যাঁ জ্যাক রুশো।

খ সাধারণ অর্থে 'জনমত' হলো জনগণের বেশির ভাগ অংশের মতামত। এ অর্থে কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের সমষ্টিকে জনমত বলে। তবে পৌরনীতি ও সুশাসনে জনমতের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে বোঝায় না, এর অর্থ একটু ভিন্নতর। এখানে সমাজের প্রভাবশালী, যৌক্তিক, স্পষ্ট, কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয়। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জনমত হলো সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি।" জে. এস. মিল বলেছেন, "কোনো নির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।"

গ জাতি ও জাতীয়তা এক বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা-

প্রথমত: জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনের জন্য কতগুলো সাধারণ বিষয়বস্তুর মিল থাকতে হয়। যেমন— ধর্ম, বংশ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: জাতি একটি বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা। অন্যদিকে, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা ও আধ্যাত্মিক চেতনা।

তৃতীয়ত: জাতি অধিকমাত্রায় সুসংহত এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম। কিন্তু, জাতীয়তা খুব বেশি সুসংহত নয়।

চতুর্থত: জাতি গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত: জাতি হচ্ছে জাতীয়তার পরিণতি বা চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা বা পর্যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের ফলে নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ও গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সর্বশেষ সুদীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, এসব কিছুর পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাংলার জনগণ প্রতিটি আন্দোলনকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করেছে। গঠন করেছে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

সুতরাং বলা যায়, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করেছিল।

প্রশ্ন ▶৫ অধ্যাপক স্পেংগলার-এর মতে "জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয় বরং তা ভাবগত ঐক্য"।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতীয় রাষ্ট্র কী? ১
খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তার উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি অধ্যাপক স্পেংগলার এর সাথে একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্র বলে।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী। অন্যদিকে, কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তকে জাতীয়তা বলে। অর্থাৎ, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংগঠন থাকা অপরিহার্য, কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই, বরং মানসিক ঐক্যানুভূতি, অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যাপক স্পেংগলার (Oswald Spengler)-এর মতে, জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয়; বরং তা ভাবগত ঐক্য। অর্থাৎ, এখানে জাতীয়তার উপাদান হিসেবে বংশগত ও ভাষাগত ঐক্যকে বাদ দিয়ে কেবল ভাবগত ঐক্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভাবগত ঐক্যের বাইরেও জাতীয়তার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। একই প্রথা, রীতিনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পেছনে ধর্মীয় ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্থনৈতিক বন্ধনও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যগত ঐক্যও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য, সমস্বার্থ ইত্যাদিও জাতীয়তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তার উপাদান হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত ভাবগত ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে অন্য উপাদানগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপক স্পেংগলারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

যা কিছু কোনো জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলোকে জাতীয়তার উপাদান বলে। জাতীয়তার অনেক উপাদান রয়েছে। তবে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি ও জাতি গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হলো ভাবগত ঐক্য।

Teachingbd24.com

জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা। ভাষাগত বা বংশগত দিক থেকে ঐক্য বা মিল না থাকলেও কেবল ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। তাই অধ্যাপক স্পেংগলার এর ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এ ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হলেই তারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজে পরিণত হয়। জাতীয়তার মৌলিক উপাদান ভাবগত ঐক্য হলেও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্য দুটি উপাদানের ভূমিকাও কম নয়। জার্মান দার্শনিক অধ্যাপক স্পেংগলার (Oswald Spengler)-এর মতে, জাতীয়তার উপাদান বংশগত বা ভাষাগত ঐক্য নয়; বরং তা ভাবগত ঐক্য। তবে বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য মূলত ভাবগত ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এর ফলে জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

ওপরের আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য জাতীয়তার দুটি উপাদান হলেও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে ভাবগত ঐক্য। বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য মূলত ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তাই উদ্দীপকে বর্ণিত অধ্যাপক স্পেংগলারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন ▶৬ সুদানের একটি অংশ ছিল দক্ষিণ সুদান। দক্ষিণ সুদানের জনগণ অধিকাংশই খ্রিস্টান। আর উত্তর সুদানসহ সমগ্র সুদানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দক্ষিণ সুদানের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব শেষে জাতিসংঘের উদ্যোগে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দিলে সুদান সরকার তা মেনে নেয়। দক্ষিণ সুদান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. জাতীয়তার প্রধান উপাদান কোনটি? ১

খ. জাতীয়তা কখন জাতিতে পরিণত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভে কোন উপাদানটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে যে উপাদানটি কাজ করেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার প্রধান উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

খ জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন একটি জনসমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয়তা হচ্ছে মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। এভাবেই জাতীয়তা থেকে জাতির সৃষ্টি হয়।

গ দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি কাজ করেছে।

ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত হতো। জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ও তা জোরদার করতে ধর্মীয় ঐক্য সাহায্য করে। আবার একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই ঐক্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ সুদানের অধিকাংশ জনগণই খ্রিস্টান। তারা সুদান সরকারের নিকট আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শেষে জাতিসংঘের উদ্যোগে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাতে দক্ষিণ সুদানের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জনগণ মত দেয়। জনগণের এই মতামতের ভিত্তিতে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এখানে দেখা যাচ্ছে, কেবল ধর্মের ভিত্তিতেই দক্ষিণ সুদানের জনগণ নিজেদের একত্রিত করেছে এবং নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি জাতিসংঘের মাধ্যমে আদায় করেছে। তাই বলা যায়, দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

ঘ দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য কাজ করেছে, যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

একই ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকায় তাদের মধ্যে সহজেই একতা সৃষ্টি হয়। একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয়তা গঠন সহজ হয়। জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। (বংশগত ঐক্য, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাবগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য প্রভৃতি)। ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য আর জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন- পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। আবার চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনগণ বহু ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা এক একটি জাতি। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহে ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ধর্মীয় ঐক্যের ভূমিকা এক সময় তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে ক্রমশ উপাদানটির গুরুত্ব কমে আসছে।

প্রশ্ন ▶৭ নাফিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মানুষের নিপীড়ন তাকে দুঃখ দেয়। যখন শত্রুরা ১২০০ মাইল দূর হতে এসে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে, তখন সে শপথ করে "আমি দেশকে মুক্ত করবো।" তাই মাতৃভাষাকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে সে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু নাফিজ তার মায়ের কাছে ফিরে এলো না। *[সি. বো., য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১; নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. বংশগত ঐক্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন কোন উপাদান কার্যকর ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণটির সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতি গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হলো বংশগত ঐক্য।

যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোকই নিজেদেরকে এক বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয় তাকে বংশগত ঐক্য বলা হয়। বর্তমান সময়ে বংশগত ঐক্যকে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করা হয় না।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার তিনটি উপাদান তথা (১) ভৌগোলিক ঐক্য এবং (২) ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য (৩) অর্থনৈতিক ঐক্য কার্যকর ছিল। এ উপাদানগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Teachingbd24.com

১. **ভৌগোলিক ঐক্য:** ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে একটি ভবঘুরে জনসমষ্টি জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না।

২. **ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য:** যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য তাঁদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে।

৩. **অর্থনৈতিক ঐক্য:** অর্থনৈতিক ঐক্যও জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক দিক হতে যখন জনগণের মধ্যে সমতা বিরাজ করে তখন তারা একত্রে বসবাস করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। সকল জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয় তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই শত্রুরা ১২০০ মাইল দূর থেকে এসে নাফিজের দেশকে আক্রমণ করে। সে তার মাতৃভূমিকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদের তিনটি উপাদান তথা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক ঐক্যই নাফিজকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণ হলো দেশপ্রেম। আর দেশপ্রেমের সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

জন্মভূমির মাটি, আলো-বাতাস, অন্ন-জলের প্রতি মানুষের মমত্ব অপরিসীম। দেশপ্রেমের এই ধারণা বা অনুভূতি থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তার ধারণাকে এজন্যই এক প্রকার মানসিক ধারণা বলা হয়। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন সেই চেতনাকেই জাতীয়তা বলে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই জাতি রাষ্ট্রের (Nation State) উদ্ভব ঘটে। সাধারণত একটি জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

দেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে তা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যুগে যুগে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই তাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজ রাষ্ট্রকে গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করে বিশ্ব দরবারে সুমহান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়তার চেতনা ও দেশপ্রেমের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সেতুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো প্রমুখ রচনা করেছেন দেশপ্রেমের অমরগাঁথা।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দেশপ্রেমের মূলেই রয়েছে জাতীয়তার চেতনা। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো উদ্দীপকের নাফিজ।

প্রশ্ন ▶ ৮ জাতীয়তা + রাজনৈতিক সংগঠন = জাতি

জাতি − রাজনৈতিক সংগঠন = ? *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত [?] স্থানে কী বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টির সাথে জাতির সম্পর্ক নিরূপণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তাবোধ গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হলো মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য বলতে এমন এক ঐক্যকে বোঝায় যেখানে জাতিভুক্ত জনগণের ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম ইত্যাদি ভিন্ন হলেও শুধুমাত্র মানসিক চেতনার বলে জনগণ একতাবদ্ধ হয়। মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য মানব মনে এমন এক বোধের জন্ম দেয়, যার ফলে জনগণ ভাবতে শেখে যে, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি যার যাই থাকুক না কেন স্বীয় অধিকার আদায়ই বড় কথা। এর ওপর ভিত্তি করে জনগণ অধিকার সচেতন হয়। এ ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে জাতীয়তা বসবে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। সহজ কথায় কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় তখন তাকে জাতীয়তা বলে। জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি মানসিক ধারণা। আর জাতি হলো বাস্তব ও সক্রিয় চেতনা। জাতি গঠনের প্রারম্ভিক ধাপ হলো জাতীয়তার চেতনা। জাতীয়তার চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল জাতি গঠিত হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না, জাতীয়তার ধারণাতেই তারা আবদ্ধ থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যখন কোনো সংগঠন রাজনৈতিক রূপ দান করে তখন তা হয় জাতি। আর তাই উদ্দীপকে জাতির সাথে রাজনৈতিক সংগঠনের মিলনে জাতীয়তা রূপটি বসা যৌক্তিক।

ঘ প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টি হলো জাতীয়তা। জাতীয়তার সাথে জাতির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায় বা অবস্থা। আর জাতি হচ্ছে জাতি গঠন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়। তাই জাতি ও জাতীয়তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। আর জাতীয়তার চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনসমাজ স্বাধীন হলে তাকে জাতি বলে। জাতীয়তার চেতনা ছাড়া কোনো জাতি গঠিত হতে পারে না। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের সৃষ্টি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সৃষ্টি, ১৯৭২ সালে দুই পোল্যান্ডের ভাগাভাগি, ১৯৯০ সালে দুই জার্মানির একত্রীকরণ, ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানের সৃষ্টি এসবই জাতীয়তার চেতনালব্ধ ফসল। পরবর্তীতে এসব দেশের জনগণ আলাদা জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব দেশের জনগণ যদি জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হতো তবে তারা আজ আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেত না।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয়তা ও জাতি একই সূত্রে গাঁথা। কেননা জাতীয়তার চেতনা ছাড়া জাতি গঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৯ 'ক' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ঐ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক দিক থেকে পশ্চিম অঞ্চল হতে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ক' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. Natio বা Natus শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাতি রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই জাতীয়তার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ 'জন্ম'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্টই হচ্ছে জাতি রাষ্ট।
সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি যখন অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে এবং এজন্য স্বাধীন হতে চায় বা স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সেই রাষ্ট্রকেই জাতি রাষ্ট্র বলে। বিপুল জনসংখ্যা ও বিশাল আয়তন হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল।
জাতীয়তা হলো ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি, যা অনুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টিকে নিজেদের থেকে পৃথক মনে করে। জাতীয়তার মহান আদর্শ বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয়তার অনুঘটক হিসেবে দেশপ্রেম মানুষকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছে।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের জনগণ পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আলাদা এবং তারাই দেশটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার থাকায় তারা পূর্বাঞ্চলের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করত। এক পর্যায়ে তারা যখন পূর্বাঞ্চলের জনগণের ভাষার ওপর হস্তক্ষেপ করে তখন বিক্ষুব্ধ জনতা আন্দোলন করে। যার পরবর্তী ফল হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ। সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনাটি জাতীয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে জাতীয়তার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। এই উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার আরোও উপাদান আছে। যেমন—
জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। একই ভূখণ্ডে বহুদিন ধরে যদি কোনো জনসমষ্টি বাস করতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। একই ভৌগোলিক সীমায় বসবাসের দরুন ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসমষ্টির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে পরস্পর একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে এমন এক সুদৃঢ় ঐক্যভাব গড়ে তোলে যা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। কোনো ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন এবং তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা জাগ্রত হয়। যেমন— ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করে এবং এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অর্থনৈতিক ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে ভূমিকা রাখে। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কোনো জনসমষ্টি সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।
উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন— ভাবগত ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১০ একেবারেই শেষ মুহূর্তে ছবি তোলার জন্য তুলশী তলায় যেতে বলার পর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে পড়েন কৃষ্ণকান্ত বর্মন। তুলশী তলায় দাঁড়ানোর পর তিনি আর কান্না থামিয়ে রাখতে পারেননি। হাত জোড় করে আপন মনে বলতে থাকেন 'ঠাকুর রক্ষা করিস। এ্যামুন ভুল আর করবেন নং। দোহাই তোর, আমাকে বাপদাদার মাটিতে অধিষ্ঠান রাখিস।' বাংলাদেশে যুক্ত হওয়া সদ্যবিলুপ্ত ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের বাসিন্দারা ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে নাম নিবন্ধন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারা বাংলাদেশে থেকে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]*
ক. জাতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য কীভাবে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্ণকান্ত বর্মনের মধ্যে কোন অনুভূতি কাজ করেছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, দাসিয়ারছড়ার উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য ভূমিকা রেখেছে? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ভাবের আদান প্রদান হয়। এ ভাবের আদান প্রদানই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সহায়তা করেছিল। এ থেকেই পরিলক্ষিত হয় ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্ণকান্ত বর্মনের মধ্যে 'দেশপ্রেমের' অনুভূতি কাজ করেছে।
মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নাগরিকের এক পবিত্র অনুভূতি। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা দেশপ্রেমেরই অংশ।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি তারই ইঙ্গিত বহন করে। বাংলাদেশে যুক্ত হওয়া সদ্যবিলুপ্ত ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের বাসিন্দারা ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে নাম নিবন্ধন করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কেননা, এই মানুষগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ এ ভূখণ্ডে বসবাস করায় এখানকার মাটি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের প্রতি তাদের এমন গভীর ভালোবাসা জন্মেছে যে তারা এই জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাননি। এমনকি নাম নিবন্ধনের জন্য ছবি তোলার সময়ও কৃষ্ণকান্তের চোখে পানি আসছিল আর বলছিলেন, "ঠাকুর রক্ষা করিস। দোহাই তোর, আমাকে বাপদাদার মাটিতে অধিষ্ঠান রাখিস।" এ দেশ ত্যাগের অনীহা পুরোপুরি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, দাসিয়ারছড়ার উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দাসিয়ারছড়ার বাসিন্দারা যখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেতে চাচ্ছিলেন ঠিক তখন কৃষ্ণকান্তসহ ৫৪ জন লোক দেশ ছাড়তে রাজি হননি এবং বাংলাদেশে থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তের দ্বারা তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া যখন কোনো জনসমষ্টি মনে করে তাদের দেহের শিরা ও ধমনীতে একই রক্তধারা প্রবাহিত এবং তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন, তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। বাংলাদেশ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙালি জাতির অত্যাচারিত হওয়ার অভিন্ন স্মৃতি, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণকে বারবার ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

পরিশেষে বলতে পারি, দাসিয়ারছড়ার দেবীরহাট গ্রামের কৃষ্ণকান্তসহ আরও ৫৪ জন বাংলাদেশে থাকার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার দ্বারা জাতীয়তাবোধের বংশগত এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' ভাষাভাষী কিছু জনগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করলেও তারা নিজেদের জাতি বলে মনে করে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. জাতি কী? ১

খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

জাতীয়তা নামক এই মানসিক অনুভূতির কারণেই ব্যক্তি নিজেকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক ভাবে। এই জাতীয়তার কারণেই ব্যক্তি ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে কোনো জনসমষ্টি যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়। ফলে উক্ত ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঐক্য গড়ে ওঠে। এ এলাকাকে উক্ত জনসমাজ মাতৃ বা পিতৃভূমি বলে মনে করে। এই মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। অর্থাৎ তারা একই ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাস করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয়তার ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটির অনুপস্থিতির নির্দেশ করা হয়েছে। ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তা গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান তবে এই ভৌগোলিক ঐক্য ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের প্রভাবেও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে ইহুদিরা এবং পোল্যান্ড রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে পোলিশরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তারা নিজেদেরকে জাতি বলে মনে করতো। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন একই ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করেও ভারতবর্ষের অধিবাসী হিন্দু-মুসলমান এক জাতিতে পরিণত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূ-খণ্ডে গড়ে ওঠে না। সুতরাং ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও অপরিহার্য উপাদান নয়। উদ্দীপক থেকে আমরা দেখি, 'ক' ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও মানসিক ঐক্যের কারণে তারা নিজেদের একই জাতিসত্তার অংশ বলে মনে করে। অর্থাৎ, তারা ভৌগোলিকভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভৌগোলিক ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২ রফিক বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জানেন ৫২ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির ঐক্যবদ্ধতার সূত্রপাত ঘটে। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পূর্বসূরিরাও রক্ত দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই— স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়াও জাতি গঠনে আরও অনেক উপাদান রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে জাতি গঠনে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয়তার ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হলো ভাষা। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমানভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি আদায় করে। ভাষা আন্দোলনের এ চেতনাই তাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে এবং স্বাধীন জাতিতে পরিণত করে। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব তথ্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতি গঠনের যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে তা হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩

জাতীয়তা	?
প্রাথমিক রূপ	পরিণত অবস্থা

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. ফরাসি বিপ্লব কত সালে হয়? ১

খ. দেশপ্রেম কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানটির সাথে জাতীয়তার পার্থক্য লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাতীয়তার উপাদান ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯ সালে সংঘটিত হয়।

খ মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম নাগরিকের একটি পবিত্র অনুভূতি। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছু দেশপ্রেমের অংশ। সাধারণ মানবিক গুণ যেমন সততা, দয়া, সরলতা এসব কিছুর চেয়ে মানুষ দেশপ্রেমকে আরো বড় করে দেখে এবং ভাবে।

গ '?' চিহ্নিত স্থানটির দ্বারা জাতি বোঝানো হয়েছে। কেননা, জাতীয়তার পরিণত রূপ হলো জাতি। জাতির সাথে জাতীয়তার কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। অপরদিকে, জাতীয়তা বলতে একই বংশ, ভাষা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা নিজেদেরকে অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে পৃথক মনে করে। জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন অত্যাবশক। কিন্তু জাতীয়তার জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দরকার হয় না। জাতি হচ্ছে সক্রিয় বা বাস্তব ধারণা, এটি রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফল। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে মূলত মানসিক বা আত্মিক অনুভূতি। এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়। জাতি গঠনের মূলসূত্র হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ কিন্তু জাতীয়তা গঠনে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদির মিল থাকতে হয়। জাতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টি। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে ভাবগত উপাদানই হচ্ছে প্রধান। জাতি অধিকতর স্থায়ী একটি জনসমষ্টি। জাতি গঠিত হলে জাতীয়তা ব্যতীত টিকে থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয়তা অধিকতর কম স্থায়ী। তার স্থায়িত্বের জন্য জাতি গঠন প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায়, জাতির পরিসীমা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্র সারা বিশ্বব্যাপী।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো—

জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। একই ভূখণ্ডে বহুদিন ধরে যদি কোনো জনসমষ্টি বাস করতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। একই ভৌগোলিক সীমায় বসবাসের দরুন ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসমষ্টির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে পরস্পর একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে এমন এক সুদৃঢ় ঐক্যভাব গড়ে তোলে যা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। কোনো ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন এবং তারা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, গৌরব-গ্লানির সমান অংশীদার তখন সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা জাগ্রত হয়। যেমন- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিন্নতার কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করে এবং এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। জাতীয়তার আরেকটি উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষার মাধ্যমে নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়। একই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে। যেমন- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সহায়তা করছিল। অর্থনৈতিক ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে ভূমিকা রাখে। কোনো জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কোনো জনসমষ্টি সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন— ভাবগত ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ার একটি অংশ ছিল। পূর্ব তিমুরের অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রিস্টান। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্বতিমুরের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও আন্দোলনের পর ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়। পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. জাতীয়তা কী? ১

খ. জাতীয়তা কখন জাতিতে পরিণত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পূর্ব তিমুর আলাদা রাষ্ট্র গঠনে কোন উপাদানের ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. পূর্ব তিমুর রাষ্ট্রগঠনে যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছিল জাতীয়তা নির্ধারণে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

খ জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন একটি জনসমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয়তা হচ্ছে মনন ও চিন্তার এমন এক অবস্থা যা কোনো জনসমষ্টিকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। এভাবেই জাতীয়তা থেকে জাতির সৃষ্টি হয়।

গ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা লাভে ধর্মীয় ঐক্য উপাদানটি কাজ করেছে।

ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত হতো। জাতীয় ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখতে ও তা জোরদার করতে ধর্মীয় ঐক্য সাহায্য করে। আবার একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই ঐক্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ার একটি অংশ ছিল। পূর্ব তিমুরের অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রিস্টান আর ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ব তিমুরের জনগণ আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। অনেক সংঘাত ও আন্দোলনের পর ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরের স্বধীনতাকে মেনে নেয়। ফলে পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

https://teachingbd24.com

ঘ পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্র গঠনে ধর্মীয় ঐক্য কাজ করেছে, যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

একই ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকায় তাদের মধ্যে সহজেই একতা সৃষ্টি হয়। একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয়তা গঠন সহজ হয়। জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। (বংশগত ঐক্য, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, ভাবগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য প্রভৃতি)। ধর্মীয় ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য আর জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন- পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসমষ্টি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। আবার চীন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের জনগণ বহু ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা এক একটি জাতি। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহে ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ধর্মীয় ঐক্যের ভূমিকা এক সময় তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে ক্রমশ উপাদানটির গুরুত্ব কমে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিল এদেশের সকল আন্দোলনের ও সংগ্রামের প্রেরণাশক্তি। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে ছিল জাতীয়তা। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. Natus শব্দ দুটির অর্থ কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নির্দেশ কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তাবাদ বিকাশের উপাদানটি ছাড়া অন্যান্য উপাদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা একমাত্র উপাদান হিসেবে কাজ করেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Natus শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্ম।

খ জাতি ও জাতীয়তার মূল পার্থক্য হলো রাজনৈতিক চেতনা। নিচে সূত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

জাতীয়তা = জনসমাজ + মানসিক ঐক্য

জাতি = জাতীয়তা + রাজনৈতিক চেতনা

এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেন, "জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয়, যখন তারা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী হয়।"

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয়তাবাদ বিকাশের উপাদানটি হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম একটি উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। তবে এ উপাদানটি ছাড়াও জাতীয়তাবাদ বিকাশের আরও উপাদান রয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। বংশগত ঐক্যও জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে।

জাতীয়তার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে ধর্মীয় ঐক্য। জাতীয় ধারণার সৃষ্টি এবং এটি জোরদার করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐক্য একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ঐক্যও জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। তবে জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাবগত ঐক্য। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্য এবং সমস্বার্থ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা একমাত্র উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি মনে করি না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাবগত ঐক্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য এবং সমস্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাবগত ঐক্য জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই ভাবগত ঐক্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

প্রচলিত রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতি গঠনে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন ধরে একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এসব ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের মধ্যেও এই ঐক্য গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য জাতি গঠনের একটি অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মতা তৈরি হতে পারে। আবার, জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। সমস্বার্থও জাতি গঠনে অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। কারণ একই স্বার্থ জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলে। তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে সমস্বার্থ বিদ্যমান ছিল।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানও কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জাতীয়তা + রাজনৈতিক সংগঠন = জাতি

জাতি − রাজনৈতিক সংগঠন = ?

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কি বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. '?' চিহ্নিত স্থানের উপাদানের সাথে জাতির সম্পর্ক আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তাবাদ হলো এক ধরনের মানসিক অনুভূতি ও আত্মিক চেতনা যা একটি জনসমাজকে অন্য জনসমাজ হতে পৃথক করে।

ভৌগোলিক, বংশগত, ভাষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি সমআকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ঐক্যের দ্বারা আবদ্ধ জনসমাজের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ ও স্বজাত্যপ্রীতি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে স্বদেশপ্রেম যুক্ত হলে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে জাতীয়তা বসবে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের চেতনা ও মানসিক অনুভূতি। একই বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। এই একাত্মবোধের প্রকাশই হলো জাতীয়তা। সহজ কথায় কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় তখন তাকে জাতীয়তা বলে। জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে একটি মানসিক ধারণা। আর জাতি হলো বাস্তব ও সক্রিয় চেতনা। জাতি গঠনের প্রারম্ভিক ধাপ হলো জাতীয়তার চেতনা। জাতীয়তার চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগঠনের আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল জাতি গঠিত হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া কোনো জনগোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না, জাতীয়তার ধারণাতেই তারা আবদ্ধ থাকে।

সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যখন কোনো সংগঠন রাজনৈতিক রূপ দান করে তখন তা হয় জাতি। আর রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে তা হয় জাতীয়তা। তাই '?' চিহ্নিত স্থানে জাতির সাথে রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে জাতীয়তা রূপটি বসাই যৌক্তিক।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ একাদশ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে অধ্যাপক মিলন সাহেব জাতি ও জাতীয়তা এবং উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদাহরণ তুলে ধরেন। *[টিংগী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. Natio ও Natus শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. জাতি রাষ্ট্র কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয়তার উপাদানগুলো চিহ্নিত করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ 'জন্ম'।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র।

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি যখন অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে এবং এজন্য স্বাধীন হতে চায় বা স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সেই রাষ্ট্রকেই জাতি রাষ্ট্র বলে। বিপুল জনসংখ্যা ও বিশাল আয়তন হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ জাতি ও জাতীয়তা এক বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা—

প্রথমত: জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনের জন্য কতগুলো সাধারণ বিষয়বস্তুর মিল থাকতে হয়। যেমন— ধর্ম, বংশ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: জাতি একটি বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা। অন্যদিকে, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা ও আধ্যাত্মিক চেতনা।

তৃতীয়ত: জাতি অধিকমাত্রায় সুসংহত এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম। কিন্তু, জাতীয়তা খুব বেশি সুসংহত নয়।

চতুর্থত: জাতি গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। অপরদিকে, জাতীয়তা গঠনে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত: জাতি হচ্ছে জাতীয়তার পরিণতি বা চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা বা পর্যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয়তার অর্থাৎ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার প্রথম ও প্রধান উপাদান। জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ঐক্যের অভাবে একটি ভবঘুরে জনসমষ্টি জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না। জাতীয়তার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। ভাবগত ঐক্য জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাবগত ঐক্য ব্যতীত জাতি গঠনের অপরাপর উপাদানগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে যদি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। জাতীয় ঐক্য মূলত ভাবগত। রাজনৈতিক ঐক্য জাতি গঠনের একটি অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মতা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া একই ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভৌগোলিক ঐক্যের ফলে। কেননা, পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল ২৪০০ মাইল। আবার, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল পার্থক্য। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু আর বাঙালিদের ভাষা ছিল বাংলা। ফলে পাকিস্তান থেকে জাতীয়তাবাদের এসব উপাদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ নাফিজ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র। মানুষের নিপীড়ন তাকে দুঃখ দেয়। যখন শত্রুরা ১২০০ মাইল দূরে হতে এসে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে তখন সে শপথ করে 'আমি দেশকে মুক্ত করবো।' তাই মাতৃভূমিকে বাঁচাতে, অর্থনৈতিক শোষণ দূর করতে সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেল। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু নাফিজ তার মায়ের কাছে ফিরে এলো না। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. 'Natus' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন কোন উপাদান কার্যকর ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাফিজের আত্মত্যাগের কারণটির সাথে জাতীয়তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাটিন শব্দ 'Natio' বা 'Natus' এর অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ জন্ম।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ ভারতবর্ষে এমন এক জনগোষ্ঠী ছিল যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সাফল্যের সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করত। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. জাতীয়তার প্রধান উপাদান কোনটি? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয়তার কোন উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠী রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে।'— উক্তিটির বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার প্রধান উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ উদ্দীপকে জাতীয়তার সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। কোনো জনসমষ্টির সকল মানুষের ভাষা যদি একই হয় এবং তাদের সাহিত্যও যদি এক হয় তাহলে স্বভাবতই তারা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া একই জনসমষ্টির মধ্যে একই ধরনের আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতি গড়ে উঠলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। আচরণ ও রীতি-নীতিগত এ ঐক্য জনসমষ্টিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক চেতনারও সাদৃশ্য ছিল। ফলে তারা নিজেদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে মূলত জাতীয়তার আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্য উপাদানটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'একটি জনগোষ্ঠি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে'— উক্তিটি দ্বারা মূলত জাতীয়তাবোধ থেকে জাতি গঠনের বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা যা কোনো গোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরদিকে, জাতি বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কতগুলো সাধারণ ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত। জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থাকে প্রবল। জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতির জন্ম হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতবর্ষের একটি জনগোষ্ঠির ভাষা ছিল একই। তাদের মধ্যে আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সাফল্যেরও সাদৃশ্য ছিল। তাই তারা নিজেদেরকে আলাদা মনে করতো। এসব জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। পরবর্তীতে এক রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। যা জাতিকে নির্দেশ করে। জাতীয়তা থেকে জাতিতে পরিণত হওয়া মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করা। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় ফলে বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ ভেঙে বহু জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয় যেমন- ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, জাতীয়তার রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ হলেই জাতি গঠিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'একটি জনগোষ্ঠি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে' উক্তিটি দ্বারা জাতীয়তা থেকে জাতি গঠনের বিষয়টি নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶ ২০ বিশ্বের ইতিহাসে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম করে আসছে। ঐতিহাসিক পটভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক কারণে তারা সংগ্রামরত ইসরাইলীদের বর্বরোচিত হামলা ও দখল কার্যক্রম সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা আত্মবিসর্জন দিয়েও দেশ মাতৃভূমিকে হারাতে চায় না। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জাতি কী? ১

খ. জাতীয়তাবাদের দুটি উপাদান লিখ? ২

গ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে জাতীয়তার কোন উপাদানটির ভূমিকা মুখ্য? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তাবাদের দুটি উপাদান হলো— ভৌগোলিক ঐক্য এবং ভাষাগত ঐক্য।

জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। জাতীয়তাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষাগত ঐক্য। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য তাদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ ১৯৭১ সালের কথা। ২১ বছরের টগবগে মেধাবী তরুণ রুমি। সবেমাত্র বুয়েটে ভর্তি হয়েছে। এরই মধ্যে আসলো যুক্তরাষ্ট্র এমআইটিতে পড়ার সুযোগ। কিছু দিনের মধ্যেই পাড়ি জমাবার কথা স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এমন সময় বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। রুমি কি করবে, একদিকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার হাতছানি, অন্যদিকে স্বাধীনতার যুদ্ধ। রুমি শেষটাকেই বেছে নেয়। দেশ স্বাধীন হয়, কিন্তু রুমির আর ফেরা হয় না। *[স্কলার্স হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. 'Natus' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. জাতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনায় কোন ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রুমির আত্মত্যাগ জাতি সৃষ্টিতে যে ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

Teachingbd24.com

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Natus' শব্দটির অর্থ হলো 'জন্ম'।

খ জাতি হলো এক আধ্যাত্মিক নীতির মূর্ত রূপ। জাতি বলতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই জনসমাজকে বোঝায় যাদের মধ্যে বংশগত, ধর্মগত, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান এবং যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকান জাতি, ডেনিশ জাতি প্রভৃতির কথা বলা যায়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধে যাওয়ার ক্ষেত্রে রুমির মতো কিশোরের মাঝেও দেশপ্রেমের অপরাজেয় অনুভূতি কাজ করছে।

যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলো মানুষ সহজে এড়াতে পারে না দেশপ্রেম তার মাঝে অন্যতম। দেশ ও মাটির প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগিয়ে তোলে দেশবিরোধী যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। তাই ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে যেকোনো সংকটে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। উদ্দীপকের রুমির মধ্যেও তা লক্ষণীয়। যে সময়টাতে রুমির দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ২১। অথচ ক্ষমতাসীন শাসকদের অবর্ণনীয় শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে দেশবাসী যখন যুদ্ধে যোগ দেয় তখন রুমির মতো হাজারো কিশোর অনেক কিছু না বুঝেই জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগ দেয়। মূলত দেশপ্রেম এমনই এক সহজাত আকর্ষণ যার কারণে মানুষ তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। পাশাপাশি মা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রকাশও ঘটে দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে।

সার্বিকভাবে তাই বলা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রুমির মতো কিশোরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেশপ্রেমের অনুভূতি কাজ করছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রুমির আত্মত্যাগ দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ অনুভূতি সৃষ্টি করে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জাতি হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ গঠনে সচেষ্ট থাকে। এটি সাধারণত রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশপ্রেমিক যুবক রুমির আত্মত্যাগ স্বাধীন বাঙালি জাতি সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। তার মতো আরও অসংখ্য বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য মানসিক ধারণা পোষণ করে এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং চরম ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতার সৃষ্টি হয়। বস্তুত জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে জাতি গঠন সহজ হয়ে ওঠে। আর এ জাতীয়তা সৃষ্টি করতে রুমির মতো মানুষদের আত্মত্যাগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সহজসাধ্য ছিল না। রুমির মতো অসংখ্য মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ এগিয়ে যায়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি গঠন করতে প্রাণান্ত চেষ্টা এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনের বিনিময়ে এ দেশের দামাল ছেলেরা তাদের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে।

প্রশ্ন ▶ ২২ 'A' একটি বৃহৎ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোক বাস করে। রাষ্ট্রটিতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ রয়েছে যাদের অবস্থান মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে। তারপরও সেই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির কোন সংকট নেই। তারা নিজেদেরকে একই জাতি মনে করে।

ক. জাতীয়তা কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের কোন উপাদান পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত উপাদান ছাড়াও জাতীয়তা গঠনের আরো উপাদান আছে' বিশ্লেষণ কর। ৪

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটি পরিলক্ষিত হয়।

একই ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মাঝে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদির মতো মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। এভাবে একই ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের মাঝে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে 'A' রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার লোক বাস করে। কিন্তু তারা একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করে বলে তারা নিজেদের মধ্যে একটি একতার মনোভাব পোষণ করে যাকে জাতীয়তাবোধ বলা হয়। তাদের এই জাতীয়তাবোধের পেছনে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা হলো ভৌগোলিক ঐক্য। কেননা, 'A' রাষ্ট্রটির মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকলেও রাষ্ট্রটির জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতির কোনো সংকট নেই।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভৌগোলিক ঐক্য উপাদানটি ছাড়াও জাতি গঠনের আরো উপাদান রয়েছে।

জাতি গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে বংশগত ঐক্য। বংশগত ঐক্য তথা রক্তের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে জাতীয়তা গঠনের উপাদান হিসেবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোকই নিজেদেরকে এক বংশোদ্ভূত বলে মনে করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়। আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অভিন্ন আচরণ ও রীতিনীতি কোনো জনসমষ্টির মধ্যে সহজেই ঐক্যের সৃষ্টি করে বা জাতীয়তার মনোভাব সৃষ্টি করে।

জাতিগঠনের আর একটি উপাদান হলো ধর্মীয় ঐক্য। এটি ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। একই ভাষাভাষী জনগণ তাদের নিজেদের ভাব-চিন্তা-চেতনা ইত্যাদির সাদৃশ্যের কারণে নিজেদের অন্য জাতি থেকে পৃথক মনে করে। ফলে অতি সহজেই তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ, একাত্মবোধ তথা জাতীয়তার সৃষ্টি হয়।

https://teachingbd24.com

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য বা বন্ধন জাতীয়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই প্রথা, রীতি-নীতি, ইতিহাস, একই জয়-পরাজয়ের গৌরব ও গ্লানি জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। জাতীয়তার ভাব সৃষ্টিতে বা জাতি গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, জাতীয়তা হলো এক প্রকার মানসিক ধারণা।

পরিশেষে বলা যায়, ভৌগোলিক ঐক্য ছাড়াও জাতি গঠনের আরও উপাদান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। ঐখানের প্রায় ৫০টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত এবং তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তারা অবসর সময় গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। কিন্তু গ্রামগুলোর মধ্যে দলীয় কোন্দল ও মারামারি লেগেই থাকে।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. 'জাতীয়তা একটি মানসিক কারণ'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের গঠনগত উপাদানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত চরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে না উঠার পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে করো? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশপ্রেম বলতে দেশের উন্নয়নে, দেশরক্ষায় এবং দেশের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকার সদিচ্ছাকে বোঝায়।

খ জাতীয়তাকে মানসিক ধারণা বলার কারণ- জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা এবং বিমূর্ত ধারণা। জনগণের মানসিকতা হতে এটি উৎসারিত। জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধের ওপর গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাকে দেখা যায় না কিন্তু জাতীয়তার বহিঃপ্রকাশকে দেখা যায়। এ জন্যেই বলা হয়, জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত জাতীয়তার গঠনগত উপাদান অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য-এর মিল রয়েছে।

জাতীয়তা গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হলো অর্থনৈতিক ঐক্য। অর্থনৈতিক ঐক্য জনগণকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক দিক হতে যখন জনগণের মধ্যে সমতা বিরাজ করে, তখন তারা একত্রে বসবাস করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয়, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। জাতীয়তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। যখন একটি জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকলে একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমভাবে আকৃষ্ট করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে এবং তারা অবসর সময়ে গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। যা জাতীয়তার অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে না ওঠার পেছনে যে কারণ রয়েছে সেটি হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য।

জাতীয়তার ভাব সৃষ্টিতে বা জাতি গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান হলো মানসিক বা ভাবগত ঐক্য। ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, বংশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐক্য বা মিল না থাকলেও দেখা যায় যে, জাতীয়তার ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই জাতীয়তার মৌলিক উৎস হলো মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি-বশে আদিম জনগোষ্ঠী নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব দেব-দেবী এবং নিজস্ব আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সংহতি ও নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করতো। সেই একই প্রবৃত্তি-বশেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ আজও নিজেরা একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, নিজেদের সংহতি কামনা করে। নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের দাবি করে। জাতীয়তার ভাবধারাপুষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে দেখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভোলার চরাঞ্চলের লোকজন প্রায় সবাই কৃষিকাজ ও মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানের প্রায় ৫০টি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত এবং তারা সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। তারা অবসর সময়ে গান-বাজনা ও যাত্রাপালার আয়োজন করে। কিন্তু গ্রামগুলোর মধ্যে দলীয় কোন্দল ও মারামারি লেগেই থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ভোলার চরাঞ্চলে লোকদের মধ্যে জাতীয়তার অর্থনৈতিক ঐক্য এবং ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও মানসিক বা ভাষাগত ঐক্যের অভাবে তাদের মধ্যে জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. জাতিরাষ্ট্র কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই হলো জাতিরাষ্ট্র।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা।
- জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু, জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়।
- জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা।
- জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু, জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপকে জাতি গঠনে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয়তার ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন হলো ভাষা। যখন কোনো জনসমাজের অন্তর্গত প্রায় সকল লোক একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদেরকে সমানভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবি আদায় করে। ভাষা আন্দোলনের এ চেতনাই তাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে এবং স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব তথ্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতি গঠনের যে উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে তা হলো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।

Teachingbd24.com

ঘ জাতীয়তার অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভাষা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন। একই ভাষাভাষী লোকজন সহজেই একে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের একাত্মবোধ জন্মে। আর এ একাত্মবোধ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাগের পর বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বলে পরিচিত ছিল। ভাষাগত ঐক্যের অন্যতম উদাহরণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সূতিকাগার। ভাষাগত ঐক্যের কারণেই বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি। যার ফলে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে তাদের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। একত্রে বসবাস করার ফলে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, আদান-প্রদান, বন্ধুত্ব-বৈরিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, টানাপোড়েন প্রভৃতিকে সাহস ও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি গড়ে ওঠে। পূর্বসূরিদের এসব অতীত কার্যকলাপ পরবর্তীতে প্রেরণা ও গৌরববোধের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি অন্যদের চেয়ে পৃথক ভাবতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। রামজে ম্যুর ও জন স্টুয়ার্ট মিল তাই ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে জাতীয়তার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদানগুলো জাতীয় জনসমাজকে জাতিগঠনে সহায়তা করে। আর জাতীয়তাবাদের এ উপাদানগুলো অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাই হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিল এদেশের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেরণা শক্তি। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ লালমনিরহাট | প্রশ্ন নং ২]

ক. Natio এবং Natus শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাতীয়তার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ২

গ. জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Natio এবং Natus শব্দের অর্থ জন্ম বা বংশ।

খ জাতীয়তা বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে লর্ড ব্রাইস বলেন, 'ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, প্রথা এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ জনসমষ্টির মানসিকতাই হলো জাতীয়তা, যারা অনুরূপ অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে।'

গ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। তাই ভাষার মাধ্যমে একটি জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জনগণের মধ্যে একাত্মতার ভাব জাগ্রত করে। যেমন-বাঙালি জাতি গঠনে ভাষার গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কিছুদিন পরেই পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ চলে। শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অচিরেই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অসারতা বুঝতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাভিত্তিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষাগত ঐক্যবোধ পূর্ণতা পায়।

বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষা কেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল' — উক্তিটি যথার্থ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের ফলে নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ও গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি নিজেদের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সর্বশেষ সুদীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, এসব কিছুর পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত বাংলার জনগণ প্রতিটি আন্দোলনকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করেছে। গঠন করেছে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল। অর্থাৎ, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সিরাজ সাহেব একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি তার বিদেশি সহকর্মীদের সাথে ভাল ভাব বজায় রাখেন। দেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে অবদান রাখার চেষ্টা করেন এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন। *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ১

খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সিরাজ সাহেবের মধ্যে কোন বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য দ্বারা কেন গর্ববোধ হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অনুভূতি।

জাতীয়তা নামক এই মানসিক অনুভূতির কারণেই ব্যক্তি নিজেকে অন্য জনসমাজ থেকে পৃথক ভাবে। এই জাতীয়তার কারণেই ব্যক্তি ভাষা ও সাহিত্য, চিন্তা, প্রথা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ সিরাজ সাহেবের মধ্যে দেশপ্রেম বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি সিরাজ সাহেব জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে থাকেন। বিদেশে থাকলেও তিনি দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন। এ কারণেই তিনি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে অবদান রাখার চেষ্টা করেন এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেন। সিরাজ সাহেবের এরূপ কর্মকাণ্ড ও মানসিকতায় দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধশালী হওয়ায় সিরাজ সাহেবের গর্ববোধ হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। জন্ম নেয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তানে ছিল দু'টি অংশ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান অপর অংশটি পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রিভূত হওয়ায় পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন—সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক ছয়দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। এই জাতীয় ঐক্যই বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয়মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাসের পাশাপাশি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরবন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। আর এ কারণেই উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজ সাহেবের বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ কাতারে কাজ করতে গেছে 'ক' ও 'খ'। দুই জনের কাজ দুই জায়গায় ও দুই রকম। অনেকদিন পর তাদের দুজনের দেখা হয় দেশের মানুষ হিসেবে এ দুই জনই পরস্পরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মনে হয় যেন অত্যন্ত তেষ্টার মাঝে শীতল জলের ছোঁয়া পাওয়া হলো। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো, দেশের কত স্মৃতি তাদের মনে উঁকি দিয়ে গেল। *[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুজনের মধ্যে কোন অনুভূতির উপস্থিতি পাওয়া যায়? ১

খ. দেশপ্রেম এর একটি সংজ্ঞা দাও। ২

গ. তাদের জাতীয়তাবোধ কিভাবে দেশের উপকারে আসছে, বিবৃত করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই জনের জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগলিক ঐক্য এর প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দু'জনের মধ্যে দেশপ্রেম অনুভূতির উপস্থিতি পাওয়া যায়।

খ দেশপ্রেমের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হেনরি জর্জ লিডেল এবং রবার্ট স্কট বলেছিলেন, দেশাত্মবোধ হলো প্রত্যেকের মাতৃভূমির সাথে মাতৃভূমির সম্পর্কযুক্ত বিষয় যার বহি:প্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে।

মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এটি নাগরিকের পবিত্র অনুভূতি বৈ আর কিছুই নয়। দেশের মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ বিভিন্নভাবে দেশের উপকারে আসছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' একই দেশের অধিবাসী বর্তমানে তারা কাতারে কর্মরত। অর্থাৎ, তারা প্রবাসী। প্রবাসী হলেও একই দেশের অধিবাসী হওয়ায় তাদের জাতীয়তাবোধ অভিন্ন। তাদের এই অভিন্ন জাতীয়তাবোধ বিভিন্নভাবে দেশের উপকারে আসছে।

প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে। 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ অভিন্ন হওয়ায় তারা তাদের অর্জিত রেমিটেন্সের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মেটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছেনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগও হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, বেকারত্বের হার হ্রাস পাচ্ছে। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। এভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তাবোধ দেশের উপকারে আসছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

জাতীয়তাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ভৌগোলিক ঐক্য। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে একটি জনসমষ্টি যদি দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করে তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এর ফলে ঐ জনসমাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যানুভূতি গড়ে ওঠে। জাতি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, একই সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করার ফলে একটি জনসমাজ তার নিজস্ব অভ্যাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে; যা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠানের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একই দেশের অধিবাসী 'ক' ও 'খ' বর্তমানে কাতারে কর্মরত। তাদের দুই জনের কাজ দুই জায়গায় এবং দুই রকম। অনেক দিন পর তাদের দুইজনের দেখা হয়। তারা পরস্পরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মনে হয় যেন অত্যন্ত তেষ্টার মাঝে শীতল জলের

https://teachingbd24.com

ছোঁয়া পাওয়া গেল। তাদের এই অনুভূতিকে ভৌগোলিক ঐক্যের প্রভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, তারা যদি একই দেশের অর্থাৎ একই ভৌগোলিক সীমানার অধিবাসী না হতো তাহলে তাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি হতো না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ও 'খ' এর জাতীয়তা সৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নীরা ও লীরা একত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দেশের শিক্ষা শেষ করে যুক্তরাজ্যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাড়ি দেয়। নীরা যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। সেখানকার জীবনাচরণ নীরা মেনে নিতে পারেনি। মাতৃভূমির জন্য তার মন কাঁদে। লীরা পড়ালেখা শেষ করে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। অন্যদিকে, নীরা দেশ মাতৃকার টানে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতীয়তা কী? ১

খ. জাতীয়তার উপাদান হিসাবে ভৌগলিক ঐক্যের গুরুত্ব কী? ২

গ. নীরা যে কারণে যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি তা ব্যাখ্যা করো? ৩

ঘ. নীরা ও লীরার আচরণগত পার্থক্যের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো? ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

খ একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বহুকাল ধরে বাস করার ফলে একটি জনসমাজের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট ও অভিন্ন সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনসমষ্টির মধ্যে সাধারণ স্বার্থ ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং সেই ঐক্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জাতীয়তার বিকাশ ঘটে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তর হতে সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভৌগোলিক অনৈক্যের ফলশ্রুতি। ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকার ফলে যাযাবরগণ জাতি গঠন করতে পারেনি। তবে একথাও সত্য, ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নয়। তারপরও জাতীয়তা গঠনে ভৌগোলিক ঐক্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গ নীরা দেশপ্রেম থাকার কারণে যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

দেশের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ, আবেগ ও আপন করে ভাবার অনুভূতিই দেশপ্রেম। এটি এক ধরনের মানসিক ধারণা বা অনুভূতি। দেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে তা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যুগে যুগে অনেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে নীরা উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে পাড়ি দেয়। সেখানকার জীবনাচরণ সে মেনে নিতে পারেনি। মাতৃভূমির জন্য তার মন কাঁদে। তাই সে দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করে। যা নীরার দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষ দেশপ্রেমকেই বড় করে দেখেন। স্বীয় স্বার্থ বা অন্য কোনো বাঁধা তার কাছে বড় হয় না। দেশপ্রেমই কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরে। তাই বলা যায়, নীরা দেশপ্রেমের কারণেই যুক্তরাজ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

ঘ নীরা এবং লীরার আচরণে দেশপ্রেম থাকা এবং না থাকার পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

দেশকে প্রবলভাবে সমর্থন করা এবং শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকাই দেশপ্রেম। বর্তমান সময়ে দেশের আইনকানুন মেনে চলা, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা, নিজের অর্জিত জ্ঞানকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো প্রভৃতি বিষয়ও দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায়, নীরা যুক্তরাজ্য থেকে পড়াশোনা করে দেশের টানে ফিরে আসলেও লীরা তা করেনি। লীরা পড়াশোনা শেষ করে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। যা তার দেশপ্রেমের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। কেননা, সে দেশে বেড়ে উঠেছে, দেশের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বড় হয়েছে এবং পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছে। কিন্তু সে দেশের প্রতি দায়িত্বকে অনুভব করেনি। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কেউ বিদেশে যেতেই পারে। কিন্তু সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র অবশ্যই নিজের দেশ হওয়া উচিত। এ বিষয়টি লীরার ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও নীরার ক্ষেত্রে দেখা যায়। সে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, যা নীরার দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। কারণ দেশের প্রতি কর্তব্য পালনও দেশপ্রেমের মধ্যেই পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নীরা দেশপ্রেমের কারণে দেশে ফিরে আসে, আর লীরার মধ্যে তা না থাকার কারণে যুক্তরাজ্যেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তাই বলা যায়, নীরা ও লীরার মধ্যে দেশপ্রেম থাকা বা না থাকার পার্থক্য ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মুন বাংলাদেশের নাগরিক। সে ১৯৭১ সালে বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ দেশের কেউ নয়। বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। এ দেশকে পাকিস্তানিরা শোষণ করছে। ফলে মুন পাকিস্তানিদের আলাদা জাতি মনে করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনমত কী? ১

খ. কেন শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২

গ. উদ্দীপকে মুনের মনে জাতি গঠনে কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনে আর কি কি উপাদান রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ আধুনিককালে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সরকারি কার্যাবলির প্রসারতা, আইনসভার সাংগঠনিক দুর্বলতা, শাসনকার্যে জটিলতা, জরুরি অবস্থা ও আন্তর্জাতিক সংকট, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ, শাসন বিভাগের ওপর জনগণের আস্থা প্রভৃতি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আইনের মূল কাঠামো প্রস্তুত করে পরিপূর্ণতা দানের বিষয়টি শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত থাকে। এ সব কারণেই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে মুনের মনে জাতি গঠনে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

জাতি গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়। এ ভাবের আদান-প্রদান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। তাই জাতি গঠনে এ উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এটি জাতি গঠনের প্রধান উপাদান নয়। কেননা, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন— সুইজারল্যান্ডের জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তারা একই জাতি। আবার ইংরেজ ও আমেরিকানরা একই ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তারা দুটি ভিন্ন জাতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুন বাংলাদেশের নাগরিক। সে ১৯৭১ সালে বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশের কেউ নয়। বাঙালিরা বাংলা

Teachingbd24.com

ভাষায় কথা বলে এবং পাকিস্তানিরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। পাকিস্তানিরা এদেশকে শোষণ করছে। তাই সে পাকিস্তানিদেরকে আলাদা জাতি মনে করে। এখানে মূলত ভাষা ও সাংস্কৃতিগত পার্থক্যই ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, মুনের মনে জাতি গঠনে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনে আরও কিছু উপাদান রয়েছে।

জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী। অর্থাৎ, জাতি হতে হলে রাজনৈতিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ। জাতি গঠনে বেশ কিছু উপাদান ভূমিকা রাখে।

ভৌগোলিক ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে এবং জাতি গঠন করতে হলে একটি জনসমষ্টিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করতে হয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। একই প্রথা, রীতিনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জনগণকে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পেছনে ধর্মীয় ঐক্য প্রাধান্য পেয়েছিল। অর্থনৈতিক বন্ধনও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যগত ঐক্যও জাতীয়তার আরেকটি উপাদান। দীর্ঘদিন একটি ভূখণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য, সমস্বার্থ ইত্যাদিও জাতি গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতি গঠনের উপাদান হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো জনসমষ্টিকে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে হলে অন্যান্য উপাদানগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' দেশের জনগণ ভাষার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার পূর্বসূরিরা রক্ত দিয়েছে এবং এই আন্দোলনের পথ ধরেই 'ক' দেশের জনগণ এক সময় স্বাধীনতা অর্জন করে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জাতি কী? ১

খ. জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানটি ছাড়া জাতি গঠনের আর কী কী উপাদান রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

খ জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। উৎপত্তি অর্থে জাতীয়তা বলতে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টিকে বোঝায়। আর পৌরনীতি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্মিক চেতনা ও মানসিক ধারণা। সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। জাতীয়তা মনন ও চিন্তার এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ শিখা বাংলাদেশের নাগরিক। সে জানে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতার সূত্রপাত। ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পূর্বসূরিরা রক্ত দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। *[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জাতীয়তা কী? ১

খ. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাতি গঠনের কোন উপাদানটি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত উপাদানটি ছাড়া আর কোন কোন উপাদান রয়েছে? বর্ণনা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয়তা হলো একটি মানসিক ধারণা যা অন্য জনসমাজ থেকে কোনো একটি জনসমাজকে পৃথক করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি করে।

খ দেশের প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, আবেগ ও অনুভূতিকেই দেশপ্রেম বলা হয়।

দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মাটি, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এসব কিছুই দেশপ্রেমের অংশ। দেশ ঠিক মায়ের মতোই। জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নাই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসার এই আবেগ ও অনুভূতিকেই বলে দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বা দেশপ্রেম। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ 'ক' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ওই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক দিক থেকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ক' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. দেশপ্রেম কী? ১

খ. জাতিরাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই উক্ত চেতনার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম।

খ জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্টই জাতি রাষ্ট।

সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্বশাসনের লক্ষ্যে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতি রাষ্ট্র একদিকে যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত, তেমনি তা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি অন্যদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে বলে জাতি রাষ্ট্র গঠন করে। ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়। সাধারণত জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব এফ করিম ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছেন সশরীর উপস্থিত থেকে। বঙ্গবন্ধু তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো।' আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি.....। তিনি আরো শুনেছেন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীকালে এফ করিমসহ লাখো জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তী কালে আখাউড়ার এক যুদ্ধে শত্রুর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় এফ করিমের দেহ। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. দেশপ্রেম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কীসের বহিঃপ্রকাশ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষণীয় এবং পরবর্তীতে করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশপ্রেম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Patriotism'।

খ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

জাতি বলতে বোঝায় এমন এক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী। অন্যদিকে, কোনো জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয় তখন তকে জাতীয়তা বলে। অর্থাৎ, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সংগঠন থাকা অপরিহার্য, কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। বরং মানসিক ঐক্যানুভূতি, অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে এফ. করিম সাহেবের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধকে দেশপ্রেম বলে। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন মেনে চলা, দেশীয় পণ্য ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও অপচয় রোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রভৃতি দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। দেশপ্রেম মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। দেশপ্রেমিকগণ দেশের সম্পদ, স্বার্থ, মর্যাদা প্রভৃতিকে নিজের সম্পদ, স্বার্থ, মর্যাদা মনে করেন। তাই তারা দেশের জন্য, দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও পিছপা হন না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব এফ করিম সাহেব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সশরীরে উপস্থিত থেকে শোনেন। যেখানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি এই ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়ে লাখো জনতার সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে শত্রুর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। তিনি দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দেন। তাই বলা যায়, এফ করিম সাহেবের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উদ্দীপকে এফ করিম সাহেব এর কার্যক্রম থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হলো দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ। যা আমাদেরকে পরবর্তীতে একটি সুন্দর দেশ গঠনে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

জন্মভূমির থেকে বড় কিছু নেই। নিজের দেশের জন্য একজন নাগরিক তাই প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। দেশের মাটি ও মানুষকে আপন করে ভাবার অনুভূতিই হলো দেশপ্রেম। নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম থাকলেই সে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। তার প্রত্যেকটা কাজ হয় দেশের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে। যার ফলে একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠিত হতে পারে।

উদ্দীপকের এফ করিম নিজের স্বার্থ এমনকি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। যা থেকে প্রত্যেক নাগরিক শিক্ষা নিতে পারে। শুধু শিক্ষা নিলেই হবে না, দেশের প্রশ্নে নিজের দায়িত্বও পালন করতে হবে। নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনের সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিক হিসেবে সন্তানদের শিক্ষাদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, ভোটদান, সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন প্রভৃতি কাজ করতে হবে, যাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। দেশের প্রতি আনুগত্য থাকলেই নাগরিক নিষ্ঠাবান হয়। সর্বোপরি, একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের এফ করিম সাহেবের কার্যক্রম থেকে আমরা দেশপ্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং সঠিকভাবে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ 'ব' রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলায় কথা বলত। তারা ওই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। তারা নিজেদেরকে অনেক থেকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আলাদা ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে অগ্রাহ্য করে অন্য একটি ভাষা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে তারা সংগ্রাম করে। পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী 'ব' দেশ থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি দেশের জন্ম দেয়।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. Natus শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাতি এবং জাতীয়তার দুটি পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ব' রাষ্ট্রে কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলের মানুষ সংগ্রাম করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাদানই জাতীয়তার একমাত্র উপাদান নয়। বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Natus' শব্দের অর্থ হলো 'Born' অর্থাৎ জন্ম।

খ জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক প্রকার মানসিক ধারণা।

২. জাতি গঠনে রাজনৈতিক চেতনা জরুরি। কিন্তু জাতীয়তা গঠনে রাজনৈতিক চেতনা জরুরি নয়।

গ সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com